প্রতিবেদন

মুন্সীগঞ্জে আলু উৎপাদনে রেকর্ড

হিমাগারে স্থান সংকট

হিমাগারে চলছে আলু বাছাইকরন

রোকন উদ্দিন ও আজিজুল হক পার্থ

দেশে আলু উৎপাদনে সর্ববৃহৎ জেলা মুন্সীগঞ্জ। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার আলুর উৎপাদন রেকর্ড পরিমাণ। মুন্সীগঞ্জের প্রতিটি উপজেলায়ই এখন চলছে আলুর উত্তোলন। কোল্ড স্টোরেজগুলোতে কৃষক ও মজুদকারীদের দীর্ঘ লাইন। মুন্সীগঞ্জ জেলায় ৬৯টি হিমাগারে আলুর ধারণক্ষমতা ৩ লাখ ৭৯ হাজার ৭০৪ মেট্রিক টন। কিন্তু আলুর উৎপাদন হয়েছে ৯ লাখ ৮৩ হাজার ৯৮৯ মেট্রিক টন। ফলে বিপাকে পড়েছে কৃষক। মৌসুম শুরু হবার আগে মাঠেই বিক্রি করে দিতে হচ্ছে আলু। হিমাগারগুলোতে দেখা দিয়েছে স্থান সংকট। কৃষকরা সংরক্ষণ করতে পারছে না বীজ আলু।

উপজেলাভিত্তিক উৎপাদন

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, এ বছর মুন্সীগঞ্জ জেলার ৩২ হাজার ১০০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। হেক্টরপ্রতি গড়ে ফলন ৩০.৫৮ মেট্রিক টন। একই পরিমাণ জমিতে গত বছর হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ছিল ২৭.৭৫ মেট্রিক টন। মুন্সীগঞ্জ সদরে এ বছর ৮ হাজার ৪২৫ হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়েছে। উৎপাদন হয়েছে ২ লাখ ৪৮ হাজার ৬৭০ মেট্রিক টন। গড় ফলন ২৯.৪৯ মেট্রিক টন। টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় এ বছর ৭ হাজার ৮৬০ হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়েছে। উৎপাদন হয়েছে ২ লাখ ৫১ হাজার ৭৪৫ মেট্রিক টন। গড় ফলন ৩২ মেট্রিক টন। শ্রীনগর উপজেলায় এ বছর ২ হাজার ৭২৬ হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়েছে। উৎপাদন হয়েছে ৮০ হাজার ৩৫৪ মেট্রিক টন। গড় ফলন ২৯.৪৮ মেট্রিক টন। সিরাজদিখান উপজেলায় এ বছর ৮ হাজার ৩৩৯ হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়েছে। উৎপাদন হয়েছে ২ লাখ ৬২ হাজার ৬৯০ মেট্রিক টন। গড় ফলন ৩১.৫ মেট্রিক টন। লৌহজং উপজেলায় এ বছর ৩ হাজার ১২০ হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়েছে। উৎপাদন হয়েছে ৯৮ হাজার ৩০ মেট্রিক টন। গড় ফলন ৩১.৪১ মেট্রিক টন। গজারিয়া উপজেলায় এ বছর ১ হাজার ৭০০ হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়েছে। উৎপাদন হয়েছে ৪২ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন। গড় ফলন ২৫.১২ মেট্রিক টন।

ভালো ফলনের কারণ

এ বছর ভালো ফলনের কারণ সম্পর্কে মুন্সীগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপপরিচালক যতীন্দ্র চন্দ্র মোদক বলেন, মূলত তিনটি কারণে এবার ফলন ভালো হয়েছে। প্রথমত, সারের কোনো ঘাটতি ছিল না। দ্বিতীয়ত, ফলন মৌসুমে দুইবার সহনীয়মাত্রায় বৃষ্টি হয়েছিল। তৃতীয়ত, শীতকাল দীর্ঘ হলেও কুয়াশা ছিল না।

কথা হয় মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীর কাঠদিয়া, শিমুলিয়া, লৌহজং, ইমামপুরের কৃষকদের সঙ্গে। তারা জানান, আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং উন্নত জাতের বীজে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগের ফলে এবার গড় উৎপাদন গত বছর তুলনায় ভাল হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এবার শুধু ডায়মন্ড জাতের আলুই ৩০ হাজার ৩৯৬ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে। অন্যান্য জাতের মধ্যে বেনিলা ১ হাজার ৭২ হেক্টর, পেট্রোনিজ ৪৩৫ হেক্টর, মাল্টা ২২৫ হেক্টর, বারকা ১০ হেক্টর, গ্রানোলা ৩৩ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে। অন্যান্য বছর হীরা, আইলসা, কার্ডিনাল, চমক, ধীরা এবং দেশী লাল পাকড়ি, শিল বিলাতি, চল্লিশা, নৈনিতাল ইত্যাদি জাতের আলুর চাষ হলেও এ বছর তা হয়নি। এ বছর আলুর দামও ভালো। প্রতি মণ আলু মাঠেই বিক্রি হচ্ছে ৫০০-৬০০ টাকায়। গত বছর একই সময়ে আলুর দাম ছিল মণপ্রতি ২৫০-৩০০ টাকা।

বীজ আলু সংরক্ষণ ব্যবস্থা অপ্রতুল

আলুতে রয়েছে প্রচুর খাদ্যপ্রাণ ও পুষ্টির নানা উপাদান। ফলে বিকল্প খাদ্য হিসেবে এর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় অর্থনীতিতেও বিশেষ স্থান দখল করে আছে। দেশের উৎপাদিত মোট আলুর ৪০ শতাংশ উৎপাদিত হয় এই মুন্সীগঞ্জে। কিন্তু এখানে নেই প্রয়োজনীয় পুঁজি ও আধুনিক মানসম্পন্ন উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা। এমন ব্যবস্থা করা হলে উৎপাদন আরো বাড়ানো সম্ভব বলে মনে করেন স্থানীয় কৃষকরা।

এ বছর আরো একটি বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে বীজ আলু সংরক্ষণ। হিমাগারে নেই বীজ আলু সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। অনেকেই হিমাগারে বীজ আলু ও অবীজ আলু রাখছেন একসঙ্গেই। বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ও মুন্সীগঞ্জ মেঘনা হিমাগারের সত্ত্বাধিকারী প্রকৌশলী মেজর (অব.) জসিম উদ্দিন জানান, 'আমাদের হিমাগারে বীজ আলু সংরক্ষণের আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেই। কৃষকরা যে আলু রাখছেন, সেগুলোই তাদের প্রয়োজনে সময়ে-অসময়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে থাকে। বীজ আলু হিসাবে এখানে সংরক্ষিত আলুই নিয়ে যায়। কোনো কোনো কৃষক নিজ উদ্যোগেও বীজ আলু সংরক্ষণ করে।' একসঙ্গে রাখার ফলে কোনো সমস্যা হয় কিনা জানতে চেয়েছিলাম মুন্সীগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক যতীন্দ্র চন্দ্র মোদকের কাছে। তিনি জানান, 'অবশ্যই হয়, এর ফলে তাপমাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ হয় না। বীজ ও অবীজ আলু একসঙ্গে রাখায় বীজের মান ঠিক থাকে না।' ঠিক মতো বীজ আলু সংরক্ষণ করতে না পারায় পরবর্তী বছরে আলু চাষ নিয়ে শঙ্কিত আছেন চাষীরা। আলু চাষী আবুল ফজল শেখ জানান, 'আলাদাভাবে বীজ আলু সংরক্ষণ করতে পারছি না। তবে নিজেদের মতো করেই সংরক্ষণ করছি। তা দিয়ে আগামী বছর ঠিকঠাক মতো চাষ করতে পারলেই হয়।'

নেই সরকারি উদ্যোগ

মুন্সীগঞ্জে প্রচুর পরিমাণে আলু উৎপাদিত হলেও সরকারিভাবে কোনো খোঁজ নেয়া হয় না বলে অভিযোগ স্থানীয় কৃষকদের। মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীর কাঠদিয়া, শিমুলিয়া, লৌহজং, ইমামপুরের কৃষকদের সঙ্গে কথা হয়। তারা জানান, গত সরকারের সময় বিএডিসি মুন্সীগঞ্জে একটি হিমাগার স্থাপনের পরিকল্পনা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য কারণে তা স্থাপিত হয়নি। কৃষকদের একটি দীর্ঘদিনের দাবি এখানে একটি হিমাগার স্থাপন। স্থানীয় কৃষক আব্দুর রহমান জানান, 'একটি সরকারি হিমাগার স্থাপন হলে আমরা কৃষকরা উপকৃত হব। এতে কম দামে বীজ আলু সংরক্ষণ করা যাবে।'

গত বছর বিএডিসির সংরক্ষিত বীজ আলু এখানে বিক্রি হয়েছে চড়া দামে কিন্তু সেই বীজ ভালো ফলন দেয়নি। মুন্সীগঞ্জে একটি সরকারি হিমাগার স্থাপন প্রসঙ্গে যতীন্দ্র চন্দ্র মোদক বলেন, 'দেশের মোট উৎপাদনের ৪০ শতাংশ আলু এখানে উৎপাদিত হয়। এখানে একটি সরকারি হিমাগার খুবই দরকার। বিষয়টি আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। কৃষকদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি নিজস্ব উদ্যোগে বীজ আলু সংরক্ষণের জন্য।' মুন্সীগঞ্জে প্রচুর পরিমাণে আলু উৎপাদিত হলেও তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে। উৎপাদন আরো বাড়াতে সরকার কোনো সহযোগিতা করে না। এ প্রসঙ্গে প্রকৌশলী মেজর (অব.) জসিম উদ্দিন জানান, 'সরকারিভাবে কোনো সহায়তা দেয়া হয় না। আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাই ব্যাংক ঋণের সুদ কমাতে। অন্তত বিদ্যুৎ বিল শতকরা ২০ টাকা কম রাখার জন্য।'